নতুন বছর পুরানো খচ্চর

শুজা রশীদ

ডিসেম্বর হচ্ছে আমার সবচেয়ে ব্যাস্ত মাস। সারা বছর কোন খোঁজ না থাকলেও এই মাসের শুরুতেই আমার স্মৃতির দুয়ারে এসে হানা দেয় গত নব বর্ষের শুরুতে করা Must Do এর লিস্টি। পাড়া জ্বালিয়ে পার্টি করি আর নাকে শর্ষের তেল লাগিয়ে ঘুমাই নব বর্ষের ফর্দ করতে কখন ভুল হয় না আমার। এই ফর্দ ছাড়া কি একটা পুরো বছরকে পার করা যায়? এই ব্যাপারে আমার কখই কোন কার্পণ্য নেই। লিগাল সাইজের একটা পুরো সাদা কাগজে আমার সেরা হস্তাক্ষরে লিখতে থাকি (ট্রেডিশনালি সাধু ভাষাতেই লিখি তাতে একটা সাধারণ লিস্টিও ভিন্ন এক মাত্রা পায়)

১। গৃহের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করিব। (তাহাতে গৃহিণির গঞ্জনা হইতে রক্ষা পাইবার কিঞ্চিত সম্ভাবনা থাকে)

২। কম্পিউটারে গেম খেলিবার পরিমাণ কমাইয়া দিব (বিশেষ করিয়া তাহা যদি ১ এর অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

৩। সর্বক্ষন নিজেকে লইয়া ভাবিত না হইয়া অপরের সুবিধা অসুবিধা লইয়া কিয়ত পরিমান আগ্রহ দেখাইব (বিশেষ করিয়া তাহা যদি গৃহিণীকে লইয়া হয়)

ইত্যাদি ইত্যাদি

কাগজের এপাশ ওপাশ না ভরা পর্যন্ত ক্ষান্ত দেই না। বিয়ের পর পর আমার লিস্টি দেখে গৃহিণীর মুখে হাসি ফুটতো। ইদানিং লিস্টি দেখলেই যে সেটিকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করবার জন্য তার হাত নিশপিশ করে সেটি গোপন করবার কোন চেষ্টাই তিনি করেন না।

সমস্যা একটিই – এই ফর্দ লেখা হয় ডিসেম্বর মাসে এবং দেখাও হয় ডিসেম্বর মাসেই। সারা বছর কেমন ফুড়ুত করে এসে সুড়ুত করে পেরিয়ে যায় টেরও পাই না। বছর ঘুরে গিয়ে নতুন বছর আসার জোগাড় হলেই তখন মস্তিষ্কে নানা ধরনের ঘন্টি বাজতে শুরু হয়। এতোগুলি দিন আর এতোগুলি মাস কেমন অবহেলায় কাটিয়ে দিলাম, এতো গাল ভরা সব সদিচ্ছার কথা লিখেছিলাম তার কোন টাই পুরণ করা হল না – মনে হতেই নিজের অস্তিত্বকে দিকহীন, অর্থহীন মনে হয়।

War and Peace না হলেও একখানা ভালো উপন্যাস লিখব ভেবেছিলাম, বার দশেক উদ্যোগ নিয়ে তিন পাতাতেই আটকে আছে সেটা। মাঝে মাঝে ফাইলখানা নিয়ে বসলে তারা দাঁত বের করে আমাকে নিয়ে টিটকারি মারে।

আচ্ছা যাক, লেখা টেখা চুলায় যাক, আরোও ত ব্যাপার স্যাপার আছে নাকি? যেমন সমাজ সেবা, দেশ ভ্রমন, পরোপকার – নিজের এবং দশের মুখ উজ্জ্বল করবার বস্তুর তো অভাব নেই। কিছুই করা হল না। অপরাধ কার? কার আর? অবশ্যই গৃহিণীর। একটু সময় করে কলম নিয়ে বসার জোগাড় করেছি হয়তো শুরু হল দুনিয়ার গঞ্জনা। আইলসা, হাড় বজ্জাত, নিষ্ঠুর, চন্ডাল...আরে হাড়ি পাতিল মাজলে আর ঘর দুয়ার পরিষ্কার করলেই কি ভালো স্বামী হওয়া যায়? প্রেম আর ভালোবাসার কি কোন মুল্য নাই? একবিংশ শতাব্দীতে না হয় নারী স্বাধীনতা তুঙ্গে তাই বলে কি স্বপ্নময় পুরুষদের কোন মুল্য থাকবে না? তিনি নিজে কি এমন বীরংগনা সখিনা হয়ে গেছেন শুনি? এই যে তার চোখের সামনে ৩৬৫ টা দিন হ-য-ব-র-ল করতে করতে কাটিয়ে দিলাম, আমার হতভাগা লিস্টি যে হা পিত্যেস করে মরল কই একবারো তো সেটা একটু স্মরণ করিয়ে দেয়া হল না? অথচ বৃহস্পতিবার রাতে ময়লা দিতে ভুল হলে তো সারা সপ্তাহ গঞ্জনার চোটে কান রাখা মুস্কিল হয়ে পড়ে। তালি কখন এক হাতে বাজে?

নিজের কথা থাক। জনগনের কথা বলি। অন্যের আনন্দেই না আমার আনন্দ, অন্যের সাফল্যে আমার সাফল্য। অন্যের ব্যার্থতা অন্যেরই থাক। সব কিছুতে ভাগ বসানো কি ঠিক? বছর শেষে আরোও অনেকের মত আমিও অস্কারের কায়দায় ফর্দ করতে বসি সারা বছরের সেরা থেকে শুরু করে নিকৃষ্টতমের। পাঠক মনে রাখবেন এই লিস্টি একান্তই আমার।

-(প্রশংসনীয়) পাকিস্থানি কিশোরী মালালা ইউসুফযাই। ধর্মীয় চেতনায় উদবুদ্ধ স্বেচ্ছাচারী তালেবানের গুলিতে মৃত্যুর সাথে যুঝেও যার শিক্ষা এবং জ্ঞানার্জনের আগ্রহে বিন্দু মাত্র ভাঁটা পড়েনি।

- (বিড়ম্বনা) পৃথিবীতে উন্নত দেশগুলির মধ্যে কানাডার বিশেষ একটি সম্মানিত স্থান আছে, সাধারণত রাজনৈতিক বিচক্ষনতার জন্য। গত U.N. General Assembly তে প্যালেস্টাইনের সার্বভৌম দেশ হিসাবে স্বীকৃতি পাবার symbolic উদ্যোগে কানাডার বিরুদ্ধাচারন অনেক কানাডিয়ানকেই বিড়ম্বিত করেছে। যদিও এই প্রতীকী সার্বভৌমত্ব প্যালেস্টাইনিদের সার্বিক রাজনৈতিক অবস্থার কোন দ্রুত পরিবর্তনে সহায়তা করবে না, তারপরও নীতিগত দিক থেকে বিবেচন করলে এই উদ্যোগটির সমর্থন না করার পেছনে কানাডিয়ান সরকারের যুক্তি মজবুত নয়।

- (প্রশ্নসাপেক্ষ) ওন্টারিও সরকার প্রধান ডাল্টন ম্যাকগুইন্টির পদত্যাগ এবং একই সাথে legislature prorogue করা। ওন্টারিওর legislature এর সামনে এনার্জি মন্ত্রী ক্রিস বেন্টলি'র contempt motion এ সাক্ষ্য দেবার প্রক্রিয়া থেকে অব্যহতি পাবার এটি একটি মোক্ষম উপায় বলেই

মনে হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে গত প্রভিনশিয়াল ভোটে স্থানীয় চারটি রাইডীং থেকে জয় নিশ্চিত করবার জন্য মিসিসাগায় পরিকল্পিত গ্যাস প্ল্যান্ট প্রজেক্ট ক্যান্সেল করে প্রায় শ' দুই মিলিয়ন ডলারের আর্থিক ক্ষতি করবার জন্য ক্রিস বেন্টলি বিপক্ষীয় পার্টির কোপে পড়েন।

- (হাস্যকর) World Bank বাংলাদেশে পদ্মা সেতুর দুর্নীতিতে জড়িতদের বিচার দাবী করায় সরকারের সোজা সাপ্টা অস্বীকার, জড়িত সকলকে ধোয়া তুলশী পাতা বলে চালানোর প্রচেষ্টা এবং পরিশেষে ডঃ ইউনুসকে জড়িয়ে একটি ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়া। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টে সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ দেশগুলির লিস্টে অগ্রগামীদের একটি দেশ বাংলাদেশের এমন দাবী রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষদের কাছে হাস্যকর মন হওয়াটাই স্বাভাবিক।

- (অচিন্তনীয়) অল্প কিছুদিন আগে সমাপ্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রতিনিধি মিট রম্নির একটি ব্যাক্তিগত পার্টিতে করা উক্তি যেখানে তিনি মন্তব্য করেন ৪৭% আমেরিকান যারা ওবামার সমর্থক তারা এবারও তাকে ভোট দেবে কারণ তারা বসে বসে সরকারী ভাতা পেতে চায় এবং কোন ট্যাক্স দিতে চায় না। বিপক্ষীয় সমর্থকদেরকে এমন ঢালাওভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা এবং হাতে নাতে ধৃত হওয়ার ঘটনা অল্পই আছে আমেরিকার ইতিহাসে।

- (হঠকারিতা) গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত মিশরীয় প্রেসিডেন্ট মর্সির প্রশ্নসাপেক্ষ পদক্ষেপ নিয়ে নিজেকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা এবং বিচার বিভাগীয় সকল ভবিষ্যত অনুসন্ধান থেকে উর্ধে অবস্থান করার উদ্যোগকে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ দেশকে ধর্ম ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের কাঠামোতে টেনে নিয়ে যাবার অপ প্রচেষ্টা বলেই মনে হয়।

- (নির্মমতা) সিরিয়ায় সরকারী বাথ পার্টির সমর্থকদের সাথে বিরোধীদের যুদ্ধে সরকারী পক্ষের ক্রমবর্ধমান নির্মমতা, নিরীহ নারী, শিশুদের নির্বিচার হত্যাকান্ড এই আধুনিক কালের প্রেক্ষাপটে অবিশ্বাস্য মনে হয়। সিরিয়ান নেতা প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আসাদের দিন ঘনিয়ে আসছে বলেই অনেক রাজনৈতিক বিজ্ঞরা ধারনা করছেন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই নির্মম গৃহ যুদ্ধ আর কতদিন ধরে চলবে।

- (অর্থহীন) অনেক দিন ধরেই আবাল বৃদ্ধ বনিতা র একটি মুখরোচক আলাপ ছিলো মায়ান ক্যালেন্ডার এবং ২০১২ তে দুনিয়া ধ্বংশ হয়ে যাবার ভবিষ্যত বাণী। স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক তাবৎ বড় ছোট ম্যাগাজিন এবং দৈনিক পত্রিকা গুলিও বহুদিন ধরেই এই ব্যাপারে সুযোগ মত প্রচুর লেখালেখি করেছে, রেডিও টিভিতে যত্র তত্র চলে এসেছে এই আলাপ – সব মিলিয়ে একটা বিশাল হই হই রই রই ব্যাপার। প্রশ্ন হল এই ব্যাপক আলাপচারীতার পেছনে কি কোন যুক্তি আছে?

খুব সংক্ষেপে, মায়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মায়ান সাম্রাজ্যে ডিসেম্বর ২১ ২০১২ তে বাকতুন ১৩ র পরিসমাপ্তি দিয়ে শেষ হয়েছে ৫১২৫ বছরের একটি চক্র। পরবর্তি চক্রের শুরুতে পৃথিবী শারিরীক কিংবা প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ভেতরে দিয়ে যেতে পারে। অনেকে সেটাকেই কেয়ামতের আলামত

হিসাবে সনাক্ত করে বিশাল হইচই ফেলে দিয়েছিলো। মায়ান সভ্যতায় বিশেষজ্ঞরা এই অভিমতকে কখনই গ্রহণ কিংবা সমর্থন করেন নি।

এবার নিজের কথায় ফিরে আসি আবার। আমার নতুন বছরের ফর্দতে কি কি থাকছে? বলাই বাহুল্য গত বছররের ফর্দটাই নতুন কাগজে তকতকে ঝকঝকে করে লিখে দেয়ালে টানিয়ে দিয়েছি। এবার বাছাধন ভুলে যাও দেখি। ঘরে ঢুকলেই সেখানে আগে চোখ পড়বে। বছর বছর ফর্দ লিখে একটা উপকার হয়েছে – বাংলা হাতের লেখায় কিছু ছিরি এসেছে। আজকাল কী বোর্ডের কল্যানে হাতের লেখা তো এক রকম উধাও হয়ে গেছে। অকাল পরিপক্ক ছেলেমেয়ে দুটো আমার হস্তাক্ষরের করুণ দশা দেখে মুখে হাত চেপে খুক খুক করে যে খুব হাসত অন্তত সেটা আর দেখতে হচ্ছে না।

তাহলে ২০১২ তে আমার মোদ্দা সাফল্য কি?

উত্তরটা দেবার আগে ছোট্ট একটা ঘটনা বলি - সত্যি ঘটনা। এক ঘনিষ্ট বন্ধু এবং বন্ধু পত্নি রাতে ছেলেমেয়েদেরকে বিছানায় পাঠিয়ে হিন্দি ছবি দেখতে বসেছেন। খুবই প্রেমময় ছায়াছবি – ইশক। সোফায় ঠায় বসে পুরো মুভি দেখে বিছানায় যাবার আগে বন্ধুবর নিরীহ কন্ঠে স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলেন, “ভালো ছবি। কিন্তু ইশক মানে কি?”

বন্ধু পত্নি হাসবেন না কাদবেন ঠাহর করতে পারলেন না। পাক্কা তিন ঘন্টার মুভি দেখে এখন জানতে চায় ইশক মানে কি। সারা রাত রামায়ন পড়ে সীতা কার বাপ? তিনি অগ্নি দৃষ্টি হেনে বললেন, “পা – দ!”

তার সাথে কন্ঠ মিলিয়ে আমাকেও বলতে হয় প্রতি বছ্রের মত গেল বছরেও আমার সাফল্য ছিলো...। নতুন বছর পুরানো খচ্চর।

আশা করি আপনাদের বছর শেষ হয়েছে ভিন্ন মাত্রায়। সকল পাঠকের জন্য আনন্দময়, সফল এবং সুন্দর একটি বছরের কামনা করছি। ভালো থাকুন, ভালো রাখুন ।